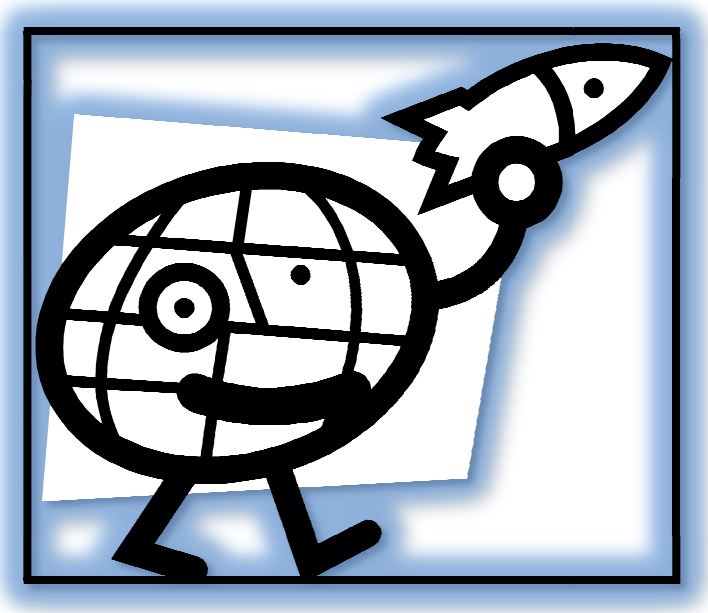

<u>Pekhom</u>

<u>Buro</u>

***

Gargi Bhattacharya

Copyrighted Material

পেখম বুড়ো

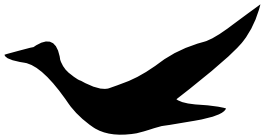

গার্গী ভট্টাচার্য

Dedicated to all the

TERMINALLY ILL

children of the world….

পেখম বুড়ো

কিশোর বেদ বাড়িতেই বেশিরভাগ সময় কাটায় । একটি কারণ ওর বাবার খ্যাতি অন্য কারণটি হল ও একটি কমবয়সী ছেলে হলেও ওকে দেখতে বুড়োমানুষের মতন । ছোট ছেলেটির মন খারাপের পালা আর শেষ হয়না ।

ওর যে একটি অসুখ আছে - প্রজিরিয়া । খুব কমবয়সে এইসব রুগীদের বয়স বেড়ে যায় এবং দেখতে বুড়োমানুষের মতন হয়ে যায় । এই কারণে বেদ ইস্কুলে যায়না । ওকে ওর বাবা ও মা অর্থাৎ পাপা ও মিম খুব বড় ইস্কুলে ভর্তি করেছিলো কিন্তু বন্ধুরা ওকে ক্ষ্যাপাতো , গ্রান্ড ফাদারের অণুকরণে - গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন বলে , দু:খে ছোট ছেলেটি বাড়ির বাইরে বেশি যেতো না ।

ঘরে একা থাকলে সে নিজের হাত-পা বারবার ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখতো , কোথাও এতটুকু কোমলতা নেই , সবজায়গাতেই কেবল ভাঁজ । কুঁচকানো চামড়া ও ফ্যাকাসে রং ! রং অবশ্যই ফর্সা , গোলাপী একেবারে -- কিন্তু চামড়া একদম ওল্ডম্যানদের মতন !

ওর পাপার তো খুব নাম ! উনি একজন নামজাদা সিনেমার পরিচালক। খুব টিসুম ঢাসুম নিয়ে ছবি বানান। একজন আরেকজনকে ঘুষি মেরে দিলো , সে কুপোকাৎ !দুষ্টুলোকগুলো কোনো ভালোমানুষ ও বীরের ক্যারাক্টের প্যাঁচে মাটিতে শুয়ে পড়েছে !

এইসব কতনা সিনেমায় দেখান। কিশোর বেদের এই অসুখটি নিয়েও ওর পাপা সিনেমা করেছেন , তার নাম ডলি ডল।একটি প্রজিরিয়া আক্রান্ত মেয়েকে নিয়ে গল্প। সিনেমা খুব হিট হয়েছিলো। কিন্তু নিজ ছেলের মনের দু:খ যায়নি।

পাপা ও মিম ওকে খুব ভালোবাসেন তাই ওরা দুজনে মিলে ওকে একটি পোস্ট অফিস খুলে দিয়েছেন যা বাড়ির মধ্যেই।

ওদের বাড়িটি একটি বিশাল কেল্লায় । রাজস্থানের ওদিকে একটি বিশাল কেল্লা বানিয়ে ওর পাপা ও মিম থাকেন । কেল্লার চূড়ায় সব সময় পাহারাদার । বন্দুক হাতে নিয়ে । অনেকগুলি দরজা আছে , যাকে বলা হয় গেট । সেই গেটের মাথায় এক একজন মানুষ বন্দুক হাতে নিয়ে পাহারা দিচ্ছে ! বেদের খুব মজা লাগে । লোকে সিনেমায় এদের দেখে কিন্তু ও ছোটবয়স থেকেই চোখের সামনে বন্দুকবাজ দেখেছে !

ওর অফিসটি বড় সুন্দর করে সাজিয়েছেন পাপা ও মিম । আসলে ডিজাইনার ফিরোজ কাকু সাজিয়ে দিয়েছেন , বেদের পরামর্শও শুনেছেন উনি । ফিরোজ কাকুর খুব নাম । উনি প্রায়ই কাগজে নানান প্রবন্ধ লেখেন এইসব ডিজাইনিং নিয়ে ।

কতনা মানুষ ওর পরামর্শের জন্যে লাইন দেন । আর উনি স্বয়ং বেদের বাড়ি ও অফিস সাজিয়ে দিয়েছেন !

বেদের ক্রেতারা সবাই ইন্টার্নেটের মাধ্যমে আসেন । ও নানান সুন্দর সুন্দর কার্ড ও উপহার মানুষকে পাঠায় । সঙ্গে চিঠি । ক্রেতারা ইলেকট্রনিক চিঠি বা ইমেল পাঠান আর ও সেগুলি প্রিন্ট করে নানান ঠিকানায় বিলি করে দেয় ।

ব্যাক্তিগত চিঠি তেমন থাকেনা , নানান শুভেচ্ছাপত্র ও আনন্দ বার্তা থাকে । ওর কতগুলি ড্রোন আছে । তারাই নানা ঠিকানায় গিয়ে এগুলি বিলি করে আসে । পাইলট বিহীন ছোট ছোট বায়ুযান । এরোপ্লেন ।

একদিন ওকে ফিরোজ কাকুর বাবা , মুসাফির দাদাই বললেন যে : জানিস বেটা ঐ যে আকাশে চাঁদ দেখা যায় , কেমন রূপার চাকতির মতন , বড় গোল থালা-- ওখানে তোর মতন এক মাস্টার আছেন । তুই পোস্টমাস্টার আর উনি পেখম বুড়ো -মাস্টার । ওর কাছে একটি জাদু পেখম আছে । সেই পেখম দিয়ে তোর সারা গায়ে বুলালে তুই একদম অন্য বাচ্চাদের মতন হয়ে যাবি । কিন্তু তার জন্যে চাঁদে যেতে হবে তোকে !

বেশ কয়েকবার এই কথা বলেছেন দাদাই ।

শেষে একদিন বেদ জিজ্ঞেস করেই বসলো : কি করে চাঁদে যাওয়া যায় দাদাই ?

দাদাই বললেন : ওখানে যেতে গেলে নাসায় যেতে হবে।

বেদ মুষড়ে পড়লো। কারণ ও এমন কাউকে চেনে না যে ওকে নাসায় নিয়ে যেতে চাইবেন এই কারণে !

মনখারাপের পাল্লা আরো ভারী হয়ে গেলো এতে।

মাঝে মাঝে ও খুব কাঁদতো। একা একা। কারণ পাপা ও মিম ওকে কাঁদতে দেখলে খুব দু:খ পেতেন। একদিন জোছনা রাতে ও একা কেল্লার ছাদে। বন্দুকবাজেরা বিভিন্ন দিকে মুখ করে বসে আছে। ও একা ছাদে ঘুরছিলো। এমন সময় দেখলো চাঁদ থেকে একটি সিঁড়ি নেমে এলো।

ওকে ডাকলো একটি লোক , হাত বাড়িয়ে বললো : চটপট উঠে এসো , দারুণ মজা হবে !

সিঁড়ি দিয়ে ওকে নিয়ে সোজা চাঁদে উঠে গেলো একজন আজব মানুষ। সেই অদ্ভুত মানুষের সারা গা স্বচ্ছ আর মাথায় অনেক পলাশ ফুল গোঁজা।

লোকটি হাত পা নেড়ে ওকে বোঝালো যে ওর নাম স্বচ্ছ পলাশ।

তারপরে বাংলায় বললো : আমাকে তুমি এস -পি বলে ডাকতে পারো।

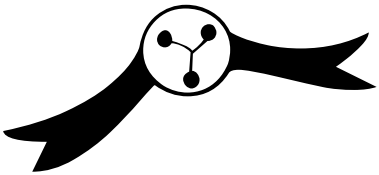

এস-পি ওকে নিয়ে গেলো চাঁদের কাছে।

বিরাট সিংহাসনে বসে চাঁদ। ওকে খুব আদর করলেন। আর নানান সুস্বাদু খাবার খেতে দিলেন।

পরে বেদ সারাটা চাঁদ ঘুরে দেখলো। বাড়ির ছাদ থেকে চাঁদ ! সোজা চাঁদ ! মুন, চন্দ্র যাই বলো !

স্বপ্ন আজও সত্যি হয়।

চাঁদটা যেমন পৃথিবী থেকে দেখায় সেরকমই সুন্দর। এখানে কোনো দলাদলি নেই । ওর মতন মানুষকে দেখে কেউ হাসছে না।

বরং অনেকে ওকে বলে গেলো : পেখম মাস্টার আছেন,ওর কাছে চলে যাও , জরা, মেদ-বহুলতা ও লোলচর্ম সব হারিয়ে যাবে , দেহে ফুটে উঠবে আশ্চর্য আলো। অমল উজ্জ্বলতা !

তা পেখম মাস্টারের দেখা পাওয়া ভার । অনেক আশায় বুক বেঁধে বেদ একদিন চাঁদকে জিজ্ঞেস করলো- কোথায় গেলে পেখম দাদুকে পাবো ?

চাঁদ মিষ্টি হেসে বলেন : আগে আমার রাণীদের বাড়ি যাও । ওদের মধ্যেই কেউ তোমাকে পেখমের হদিস দিয়ে দেবেন !

চাঁদের ২৭ জন রূপসী রাণী ।

নামগুলিও ভারি সুন্দর --- অশ্বিনী , ভরনী , কৃত্তিকা , রোহিনী , মৃগশিরা , আর্দ্রা , পুণর্বসু , পুষ্যা , অশ্লেষা , মঘা , পূর্ব ফাল্গুনী , উত্তর ফাল্গুনী , হস্তা , চিত্রা , স্বাতী , বিশাখা , অনুরাধা , জ্যেষ্ঠা , মূলা ,পুর্বষাঢ়া , উত্তরষাঢ়া, শ্রবণা , ধনিষ্ঠা , শতভিষা , পূর্ব ভাদ্রপদ , উত্তর ভাদ্রপদ, রেবতী ।

সবার আলাদা আলাদা অপরূপ প্রাসাদ আছে । আলোর মালায় ঢাকা সেইসব নিকেতন । ওদের প্রাসাদকে সবাই বলে নক্ষত্র ।

চাঁদ এদের সবার কাছেই যান । তবে সবচেয়ে বেশি থাকেন রোহিণীর সঙ্গে ।

আগে নাকি শুধু এই রাণীকেই পাটরাণী বলতেন তাই ওদের বাবা দক্ষ আমাদের চাঁদকে অভিশাপ দেন যা কম করে দাঁড়ায় যে এর জন্যে পূর্ণিমা ও অমাবস্যা হবে ।

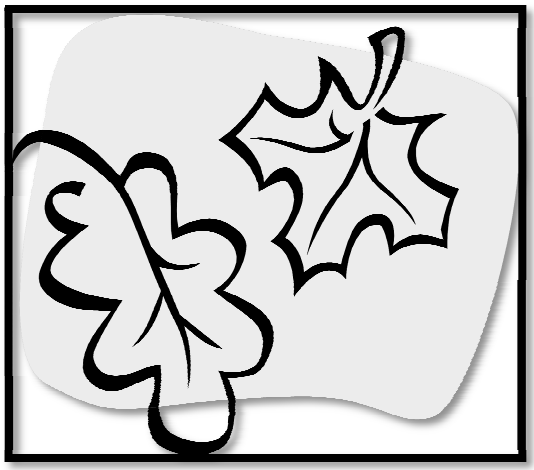

রূপসী রাণীরা সবাই কী ভালো ! এক একজন এক একরকম।

অশ্বিনী নক্ষত্রেই আছেন পেখম মাস্টার কারণ এটি মূলত দেহ সারানোর প্রাসাদ। পূর্বভাদ্রপদ রাণী একটু রাগী। আর রোহিণী খুব মিষ্টি। ভরণী সবাইকে আনন্দ দেন।

আর্দ্রা রাণীর প্রাসাদ একটু ভেজা ভেজা , শীতল। জ্যেষ্ঠা রাণীকে দেখে বেদের মনে হল : এই রাণীসাহেবা একটু পাকামো করে ! চিত্রা খুবই সুন্দরী। চোখ জুড়ানো তার রূপ। মঘা তো আসল রাণী। সবসময় রাজকীয়ভাবে চারদিকে ঘুরছেন , খুব অভিজাত।

বেদের সমাজের মানুষ যেরকম। গ্ল্যামার জগৎ।

রাণীরা সবাই ওকে খুব আদর করলেন। তারপর দিনক্ষণ স্থির হল। অশ্বিনী রাণীর চর এসে একদিন ওকে নিয়ে গেলো ওদের নক্ষত্রে। সেখানে পেখম মাস্টার একটি

ময়ুরের ওপরে আসীন । বসে আছেন । চোখে অদ্ভুত চশমা । চশমার কোনো ডাঁটি নেই । চশমা শুন্যে ঝুলছে । উনি যেখানে যাচ্ছেন চশমাও পেছন পেছন যাচ্ছে । আর ওনার হাতে টিভির রিমোটের মতন একটি ময়ূরের পালক বা পেখম । সেটা দিয়ে উনি গায়ে মাথায় বোলান । তারপর রোগ ভোগ সব পালায় ।

আগে ওরা বেদকে অনেক খাবার দিলেন । তারপরে পেখম মাস্টার ওর সারাদেহে আজব পেখম বুলিয়ে দিলেন ।

মূহুর্তের মধ্যেই ও আবার পরিণত হল এক স্বাভাবিক কিশোরে ।

পেখম মাস্টার ওকে বলেছিলেন চোখ বন্ধ করে রাখতে । ও চোখ বন্ধ করে ছিলো ।

কিন্তু পেখমের পরশ ও রঙবৃষ্টি ও অনুভব করতে পারছিলো । ও রঙসাগরে ডুবে যাচ্ছিলো ।

ওকে পেখম মাস্টার এক সময় রংয়ের সমুদ্রে অর্থাৎ আমাদের পৃথিবী থেকে যাকে দেখায় জোছনার মতন , তাতে ডুব দিতেও বললেন। একদম শেষে ও চোখ খুলে দেখতে পেলো ও একদম একটি স্বাভাবিক কিশোর হয়ে উঠেছে।

চাঁদে কারো অসুখ করেনা । কারণ অসুখ হলে ওরা রংয়ের সমুদ্রে ডুব দিয়ে দেন । আর তারপর পেখম মাস্টার ওদের দেহে পেখমের স্পর্শ দেন । সঙ্গে সঙ্গে রোগ উধাও । রাণীরাও সবাই খুব খুশি । ওরা বললেন : আগের জন্মে ও নাকি এক বুড়ো , জরাগ্রস্ত ঋষিকে দেখে খুব হেসেছিলো । তাই হয়ত এইবার ওর এত কষ্ট । তবুও ঋষি ওকে বলেছিলেন যে কিছুদিন পরেই চাঁদে এসে ও অসুখ সারিয়ে নেবে । হলও তাই । সেরে গেলো ওর অসুখ । ও এখন দীর্ঘায়ু হবে । আর ইস্কুলে ওকে দেখে কেউ হাসবে না ! ও পোস্ট মাস্টারের কাজটা আর করবে না । অন্য কাউকে কাজটার ভার দিয়ে দেবে।

ড্রোন -গুলিও দিয়ে দেবে। ওগুলি কেমন প্রতি মানুষের বাড়ির সামনে গিয়ে আকাশ থেকে নামে আর চিঠি চাপাটি সামনে রেখে আবার উঁড়ে আসে বেদের কাছে।

আর হ্যাঁ, বেদের সাথে চাঁদের মা বুড়ির-ও দেখা হয়েছে। উনি এখন আর শণের মতন সাদা চুল নিয়ে বসে নেই। এখন উনি হেয়ার ডাই করেন। কাজেই ওনার চুল এখন গোলাপী বা নীল। তাই বুঝি আজকাল মাঝে মাঝে নীল ও ঈষৎ লালাভ চাঁদ দেখা যায়।

এছাড়া ওরা বললেন আজকাল মাঝে মাঝে যে আকাশ থেকে লাল মাছের বৃষ্টি হয় সেটাও আসলে ওদের ওখান থেকে কেউ সোনার ঝুড়ি নিয়ে ঢেলে দেয় নিচে , পৃথিবীতে । অনেক গরীব মানুষ তাতে করে মাছ খেতে পারেন ।

চাঁদের মধ্যে আমরা যে ফাটল দেখি ওগুলি আসলে নাকি ওদের ক্রিকেট গ্রাউন্ড। ওরাও এক ধরণের আজব ক্রিকেট খেলেন। বল দিয়ে ব্যাট মারেন। আসলে ব্যাটগুলি তুলোর মতন হালকা আর বলগুলি বেজায় ভারী।

ওরা হেসেই খুন , শুনে- যে পৃথিবীত লোকে ব্যাট দিয়ে বল মারে! বললেন ওরা যে বাঙালীদের মধ্যে অনেক বটব্যাল পদবীধারী আছেন। ওরা নাকি চাঁদের মানুষ। ওরা এখানে বল দিয়ে ব্যাট মারাতে খুব অভিজ্ঞ ছিলেন। এখন রোমহর্ষক অভিযানের খোঁজে পৃথিবীতে নেমে গেছেন। পরে আবার চলে আসবেন এখানে।

আসলে পৃথিবীতে তো সবসময় হৈ চৈ হয় --- চাঁদ নির্মল ,শান্ত। তাই অনেকে একঘেয়েমিতে ভুগে পৃথিবীতে চলে যান। পরে ওখানে হাঁপিয়ে উঠলে চলে আসেন চাঁদে।

হ্যাঁ ,সত্যি ওর এক বন্ধু আছে বটে যার নাম -অস্মিত বটব্যাল। ও কিন্তু খুবই ভালো ছেলে। ক্লাসের সবাই বেদকে দেখে হাসতো -- টিটকারি দিতো , নেমস্ দিতো কিন্তু অস্মিত ওকে খুব ভালোবাসতো। ও খুব ভালো ক্রিকেট খেলে। ওর প্রিয় খেলোয়াড় তেন্দুলকর। তবে

তেন্দুলকর ব্যাট দিয়ে বল মারাতে ওস্তাদ। বল দিয়ে ব্যাট মেরে কখনো দেখেছন কী ? চাঁদের ক্রিকেটারদের মতন ??

<u>পৃথিবীর ঘূণ পোকার পরশে জরাগ্রস্ত- ছোট্ট বেদের সরল প্রশ্ন !!</u>

The end